এবারের মতো হল শেষ

ভোট দিলেন ওঁরা। ১) সপরিবার কলকাতার মেয়র ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চেতলা গার্লস স্কুলে। ২) মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুলে। ৩) রাম নারায়ণ সিং মেমোরিয়াল স্কুলে অপর্ণা সেন। ৪) হরিশ চ্যাটার্জির মিত্র ইনস্টিটিউশনে কার্তিক ব্যানার্জি, স্ত্রী কাজরী ব্যানার্জি, ছেলে আবেশ, পুত্রবধূ দীক্ষা। ৫) নিউ আলিপুর খালসা স্কুলে সস্ত্রীক জিত। ৬) সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে দেব। ৭) মার্লিন গ্রুপের চেয়ারম্যান শিল্পপতি সুশীল মোহতা। ৮) স্ত্রী মিনু বুধিয়াকে নিয়ে শিল্পপতি সঞ্জয় বুধিয়া, সেন্ট লরেন্স হাইস্কুলে। ৯) কলকাতা উত্তরের এসইউসিআই প্রার্থী ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র ফুলবাগানের একটি বুথে। ১০) আবদুল ওয়াহিদ মেমোরিয়াল স্কুলে নুসরত জাহান। শনিবার। ছবি: দীপক গুপ্ত, অভিজিৎ মণ্ডল, সুপ্রিয় নাগ

চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে মার তৃণমূল কর্মীদের

আজকালের প্রতিবেদন

কোথাও লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে রড ও লাঠি দিয়ে পেটানো হল তৃণমূল কর্মীদের। আবার কোথাও ইট বৃষ্টি। এই লোকসভা কেন্দ্রে ভোটে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন শাসকদলের কর্মীরাই। তবুও ছোটখাট কয়েকটি গোলমাল ছাড়া শান্তিতেই শেষ হল জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ। শনিবার রাজ্যে শেষ দফার ভোটে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ক্যানিং ও কুলতলিতে সামান্য গোলমাল হয়। এছাড়া আর কোথাও তেমন কোনও গোলমালের খবর পাওয়া যায়নি। ক্যানিংয়ের গোলাবাড়ি এবং কুলতলির মেরিগঞ্জ ২ পঞ্চায়েতে এজেন্ট বসাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় মারপিট হয়। এতে দুটি জায়গায় কম করে ১০ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে এক সাংবাদিকও রয়েছেন। ইটের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন তিনি। নাম বান্টি মুখার্জি (২৮)। এই ঘটনায় ইটের আঘাতে আরও ৫–৬ জন ভোটদাতাও আহত হয়েছেন। তাঁরা সবাই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। মেরিগঞ্জে বিজেপি সমর্থক এবং তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় গন্ডগোল হয়। তাতেই লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে লোহার রড, লাঠি দিয়ে মেরে আহত করা হয়েছে। আহত হয়েছেন ৪/৫ জন। আহতরা সবাই তৃণমূল সমর্থক বলেই জানা গেছে। এদিকে কুলতলির মেরিগঞ্জ ২ পঞ্চায়েতে তৃণমূল সমর্থক বাকি বিল্লাহ লস্কর (৫৫) বিজেপি সমর্থকদের লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছে। অবস্থা গুরুতর। মাথায় ১১টা সেলাই করতে হয়েছে। কুলতলিতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে কলকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অন্যদিকে সাংবাদিক বান্টি মুখার্জির মাথায় ৭টি সেলাই পড়েছে। কুলতলির গোপালগঞ্জ অঞ্চলের ১৩০ ও ১৩১ নম্বর বুথে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হন বিজেপি কর্মীরা। তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন জয়নগরের কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে। বিরোধী এসইউসিআইয়ের অভিযোগ, কুলতলির বুথ নম্বর ৩৯ এবং ৪০ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ইভিএম জলে ভাসতে দেখা গেছে। মেরিগঞ্জ ১ নম্বরে ৮ নম্বর বুথে নয়াপাড়া স্কুলে এবং বুথ নম্বর ১৯ ও ২০ ধানখালি এফপি স্কুলে, বুথ নম্বর ১৩ কচিয়ামারা হেমচন্দ্র হাই স্কুল, বুথ নম্বর ১৪ বেণীমাধবপুর আইসিডিএস সেন্টার বুথে শাসকদলের দুষ্কৃতীরা সাধারণ ভোটারদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়েছে বলে এসইউসির অভিযোগ।

অরুন্ধতী (লাভলি) মৈত্র।

এই প্রথম নিজের কেন্দ্রে ভোট দিলেন লাভলি

আজকালের প্রতিবেদন

নিজের কেন্দ্রে এবারই প্রথম ভোট দিলেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিনেত্রী অরুন্ধতী মৈত্র। তিন বছর আগে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা থেকে ভোটে জিতে তিনি বিধায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভোটাধিকার এই বিধানসভা কেন্দ্রে ছিল না। এবারই প্রথম তিনি নিজের বিধানসভার ভোটার হয়ে লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিলেন। শনিবার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার লাঙলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনগাছি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে ভোট দিলেন বিধায়ক। ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিধায়ক। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'এই প্রথম নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট দিতে পেরে ভাল লাগছে। শুধু সোনারপুর নয়, সারা রাজ্যেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিচ্ছেন মানুষ। নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। আমার বিশ্বাস, আজ মানুষের বিচার করার দিন। বাংলার মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই ভোট দেবেন। বিভিন্ন কুৎসা, অপপ্রচার, দাঙ্গা–হাঙ্গামা প্রভৃতিকে বিসর্জন দেওয়ার দিন আজই। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস, আগেও যেমন মানুষ আমাদের ওপর ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা রেখেছেন, এবারেও আমাদেরই ভরসা করবেন।' *ছবি: গৌতম চক্রবর্তী*

কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে ক্ষোভ বারাসতে

সোহম সেনগুপ্ত

সপ্তম দফার নির্বাচন শুরু হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বারাসতের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার। শনিবার তিনি বলেন সুষ্ঠু ভাবে ভোট করার দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর। তারা সেই দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করেনি বারাসত লোকসভা এলাকায়। এরপরই এদিন পূর্ব বারাসত স্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি বুথের সামনে স্বপন গেলে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। এদিন সকালে মধ্যমগ্রাম বাদুর দিগবেরিয়ার বুথে ভোট দেন বারাসতের তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে তাঁদের কোনও অভিযোগ নেই। সুষ্ঠু ভাবে ভোট করতে তাদের ভূমিকা সন্তোষজনক বলেও জানান কাকলি। বারাসত লোকসভা এলাকাতেই দু'এক জায়গায় কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের ওপর ভোট ছিল শান্তিপূর্ণ। বুথের বাইরে এদিন ভোটারদের লাইনও ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে মধ্যমগ্রামের একটি বুথে ভোটারদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েই ভোট দেন খাদ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট হচ্ছে এখানে।' মন্ত্রী বলে আলাদা কোনও বিষয় নেই। তিনি জানান, গণতান্ত্রিক অধিকার সকলেরই আছে। তাই নির্দিষ্ট লাইনে দাঁড়িয়েই ভোট দেন তিনি। অন্যদিকে দেগঙ্গাতেও এদিন নির্বিঘ্নে ভোট হয়। *ছবি: প্রতিবেদক*

দেগঙ্গায় বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ের গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত ২, প্রতিবাদে অবরোধ

বারাসতের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের কনভয়ের একটি গাড়ির সঙ্গে একটি অটোর সঙ্ঘর্ষে চার যাত্রী আহত হন শনিবার। ভোট চলাকালীন এদিন ঘটনাটি ঘটে দেগঙ্গার হাদিপুরগড় এলাকায়। আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর। তাঁরা বারাসত হাসপাতালে ভর্তি। বাকি চারজনকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্বনাথপুর হাসপাতালে। অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর আহতদের পাশে ছিলেন না বিজেপি প্রার্থী। এদিকে দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দারা বেড়াচাঁপা–হাড়োয়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। চালক–সহ ঘাতক গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে।

ভোটের ভাঙড়ে আক্রান্ত তৃণমূল

গৌতম চক্রবর্তী

অন্য রূপে ভাঙড়। ভোটে বড় গোলমালের আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিল ভাঙড়। ভোটের শুরুতে সকালবেলায় দুই একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছিল ভাঙড়ের হাতেগোনা কয়েকটি বুথে। তবে বেলা গড়াতেই সেই অশান্তিও উধাও হয়ে গেছে। অশান্তির চেনা ছবির বাইরে বেরিয়ে আসে ভাঙড়। ভাঙড়ের বিভিন্ন বুথে মানুষ নিজেদের মতো করেই ভোট দিয়েছেন। অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করা হলেও অশান্তি চাননি স্থানীয় মানুষ। আর তাই ভোটে সেই ভাবে কোনও অশান্তি হয়নি ভাঙড়ে। পুলিশ এবং কেন্দ্রবাহিনীর তৎপরতায় মানুষ ভোট দিতে পারায় খুশি। এদিন ভাঙড়ের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেল পাশাপাশি বসে আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্যাম্প অফিসগুলি। তৃণমূল বা সিপিএম বা আইএসএফ একে অপরের দলীয় ঝান্ডা বেঁধে দিয়েছেন বুথের বাইরের ক্যাম্প অফিসগুলিতে। পোলেরহাট, জয়পুর, মরিচা, মাঝেরহাট, চণ্ডীহাট সব জায়গাতেই একই ছবি। সকালে ভোট শুরুর আগেই নলমুড়িতে একটি গন্ডগোলের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ আইএসএফ কর্মীরা মারধর করে তৃণমূলের কর্মীদের। যে ঘটনায় ৭ জন আহত হয়। তাদেরকে নলমুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে সাতুলিয়াতে ভোটের আগেই একপ্রস্থ বোমা পাওয়া যায়। তারপর বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ফুলবাড়ি ও চালতাবেড়িয়াতে তিনজনের মাথা ফাটে। বুথ থেকে বিরোধীদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

গত পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়ন জমা দেওয়া থেকে গণনা পর্যন্ত ৭ জন খুন হন ভাঙড়ে। তার প্রেক্ষিতে এদিন বড় গোলমালের আশঙ্কা ছিল প্রশাসনের। তবে এদিন ভাঙড়কে ফিরতে দেখা গেল অন্য ভাবে। নতুন রূপে। নতুন ভোটাররা শান্তিতে ভোট দিয়ে আমবাগানে বা বিভিন্ন মাচাতে বসে আছে, গেম খেলতে ব্যস্ত। দল বেঁধে গেম খেলছে তারা। ভোটের দিন ছুটির মেজাজে বিভিন্ন মাঠে দেখা গেছে ক্রিকেট খেলতে, ফুটবল খেলতে। এদিন তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে ঘুরেছেন। তারপর ভাঙড়ে দলীয় কার্যালয়ে আসেন। সেখান থেকেই ভোট পরিচালনা করেন। পুলিশের একাধিক আধিকারিককে ভাঙড়ে এসে ভোট নজরদারি করতে দেখা যায়। বিভিন্ন জায়গাতে আইএসএফ এবং সিপিএমকে যৌথভাবে ক্যাম্প অফিস করতে দেখা যায়। তৃণমূলের ভাঙড়ের পরিদর্শক বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, বিভিন্ন জায়গায় ওদের মধ্যে অলিখিত জোট হয়েছে। এদিন বিরোধীরাই সন্ত্রাস করেছে ভাঙড়ে।

চিকিৎসাধীন তৃণমূল কর্মী। ছবি: প্রতিবেদক

ধূপগুড়িতে বিজেপির কাণ্ড

রাজ্য সভাপতির সামনেই আইসিকে থাপ্পড় মারার নিদান জেলা সভাপতির

অতীশ সেন

বানারহাট, ১ জুন

ধূপগুড়িতে বিজেপির রাজ্য সভাপতির উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে আইসিকে থাপ্পড় মারার নিদান দিলেন বিজেপির জলপাইগুড়ির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী। এর আগে ময়নাগুড়ির বিডিওকে তিনি নাকি পিটিয়েছেন বলে জানালেন! ধূপগুড়ির মোরোঙ্গা মোড়ে মন্দিরের মূর্তি ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৮ মে অশান্ত হয়ে ওঠে ধূপগুড়ি শহর–সহ ব্লকের বিভিন্ন এলাকা। পথে নেমে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদে শামিল হন কয়েক হাজার জনতা। পুলিশের সঙ্গেও বাধে খণ্ডযুদ্ধ। ধূপগুড়ি থানার আইসির মাথা ফাটে, ২ পুলিশ আধিকারিক–সহ জেলার পুলিশ সুপারও আক্রান্ত হন। একজন সাংবাদিককেও বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল। এই অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার হওয়া বিজেপি কর্মী–সমর্থকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে শনিবার ধূপগুড়িতে এসেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ঘটনায় আক্রান্তদের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। ধূপগুড়ির ডাউকিমারি রোডে অবস্থিত বীরেন্দ্র ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতি রাভা রায়–সহ জলপাইগুড়ির বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের প্রার্থী জয়ন্ত রায়। এই বৈঠক থেকে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি বাপি গোস্বামী বিতর্কিত মন্তব্য করেন। বাপি বলেন, '৪ তারিখ ভোটের ফলাফলের পর ধূপগুড়ি থানার আইসির সঙ্গে দেখা হবে। জলপাইগুড়ি জেলার বিজেপি কনভেনার শ্যামল রায় এর আগে ময়নাগুড়ির বিডিওকে কলার ধরে পিটিয়েছেন। ধূপগুড়ির আইসিকেও থাবড়াতে আমার দু'মিনিট সময় লাগবে। ময়নাগুড়ির বিডিওকেও এর আগে পিটিয়েছি।' ৪ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কর্মী–সমর্থকদের তিনি ধৈর্য রাখতে বলেন। এরপর চোখে চোখ রেখে কথা হবে বলে জানান তিনি।

তাঁর এই বক্তব্যের পরই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ভোট পরবর্তীতে ধূপগুড়িকে আবার অশান্ত করে তোলার পরিকল্পনা বলেই বাপি গোস্বামীর এমন মন্তব্য বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সিপিএমের ধূপগুড়ি এরিয়া কমিটি সম্পাদক জয়ন্ত মজুমদার বলেন, 'আইনের ঊর্ধ্বে আমরা কেউ নই। আইনের রক্ষক, তার প্রতি এমন শব্দ ব্যবহারের আমরা নিন্দা করি। যারা গোটা দেশে স্বৈরাচারী শাসন ও নৈরাজ্য কায়েম করেছে, তারা বাংলায় ক্ষমতায় আসার আগেই এমন কথা বলছে। এরা ক্ষমতায় এলে কী করতে পারে তা মানুষের ভাবা উচিত।' তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক রাজেশ সিং জানান, 'বিজেপির সংস্কৃতিই এমন। বাপি গোস্বামী তার ব্যাতিক্রম নন। শান্ত এলাকাকে অশান্ত করে তোলার চেষ্টায় রয়েছে এরা। মানুষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং ভোটে এদের প্রত্যাখ্যান করবে।'

ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টি/৩১২/স্টাফ/এপি

শ্রী শিলাজিৎ সীল, পি/ম্যান/বি/পিকিউজেড, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, ৩১-০৮-২০২৩ সাল থেকে অননুমোদিতভাবে তার দায়িত্ব থেকে অনুপস্থিত আছেন, পরবর্তীকালে এই অফিসের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে ডিএন্ডএআর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, নং. টি/৩১২/স্টাফ/এপি, তারিখ ১৬-০১-২০২৩ -এ উল্লেখিত। তবুও আজ পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

তাই, শ্রী শিলাজিৎ সীলকে এতদ্বারা তার প্রতিনিধিত্ব/প্রতিরক্ষা, যদি কিছু থাকে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে, অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেশনস ম্যানেজার/আলিপুরদুয়ার জং. অফিসে জমা দেওয়ার আরও একবার সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় তার বিরুদ্ধে এক পক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেশন ম্যানেজার, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈঙ্ক আঁফ বড়ৌদা Bank of Baroda

দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, বর্ধমান–৭১৩২১৩
পঃবঃ, ভারত, ই–মেল: durgap@bankofbaroda.com

রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সুমন দাস এবং ইহার জামিনদাতাগণ–এর প্রতি ২৯.০১.২০২৪** তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক **₹৯,৩৩,৬৪৮.২০ (নয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছশো আটচল্লিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র), তৎসহ ২৪.০১.২০২৪** থেকে বকেয়া সুদ সহ জরিমানা সুদ প্লাস অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জসমূহ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩১ মে, ২০২৪** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/ ডিরেক্টরগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন অর্থাঙ্ক **₹৯,৩৩,৬৪৮.২০ (নয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছশো আটচল্লিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র), তৎসহ ২৪.০১.২০২৪** থেকে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত বকেয়া সুদ সহ জরিমানা সুদ প্লাস অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জসমূহ সমেত ব্যাঙ্ক অফ বরোদার দায় সাপেক্ষ হবে।

সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য সময়সীমার মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. তপোবন হাউজিং কমপ্লেক্সের ব্লক নং ৫৭, ১০ম তলে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৯ডি এর সমবন্ধক, মাপ কম বেশি প্রায় ৯২৫ বর্গফুট, মৌজা–বামুনারা, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা কাঁকসা, দুর্গাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১২, একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস সহ, মাপ কম বেশি প্রায় ১২০ বর্গফুট, নিচের জমির অবিভাজ্য সম পরিমাণ অংশ এবং/অথবা স্বার্থ সহ, উক্ত সম্পত্তির কমন সুবিধা ব্যবহার সহ, বিক্রয় দলিল নং I–০২০৬–৩৮১৬/২০২০ অনুসারে সম্পত্তিটি শ্রী সুমন দাসের নামে।

২. গাড়ির দায়বন্ধন, নাম মারুতি অল্টো ৮০০ এলএক্সআই পেট্রোল ইঞ্জিন, রং সিল্কি সিলভার রেজিঃ নং WB38AQ0476।

চৌহদ্দি: উত্তরে: খোলা আকাশ, দক্ষিণে: ফ্ল্যাট নং ৯এ, পূর্বে: লিফট, পশ্চিমে: কমন প্যাসেজ।

সিইআরএসএআই আইডি: ৪০০৩৭০৯৯৩৫০

তারিখ: ৩১.০৫.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

আজকাল

কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন

১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

ICICI Home Finance

কর্পোরেট অফিস: আইসিআইসিআই হোম ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড, আইসিআইসিআই **এইচএফসি টাওয়ার, আন্ধেরি–কুরলা রোড, আন্ধেরি (ইস্ট), মুম্বই–400059, ভারত**

ব্রাঞ্চ অফিস: ফ্লোর নং 2, মার্চেন্ট স্কোয়ার, সরস্বতী রাইস মিল কম্পাউন্ড, পায়েল সিনেমা হলের বিপরীতে, সেবক রোড, সেকেন্ড মাইল শিলিগুড়ি–734001

ব্রাঞ্চ অফিস: 8/1A, ফ্লোর নং 2, স্যার উইলিয়াম জোনস সরণি (পূর্বতন 8/1, মিডলটন রো), কলকাতা– 700071

[রুল 8(6) এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002 এর রুল 8(6) এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, 2002 অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই হোম ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা **প্রতীকী দখল** নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:–

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ/ আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	বিরাজ ডারনেল (ঋণগ্রহীতা) উমেশ ডারনেল (সহ–ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং LHSGI00001312538 এবং LHSGI00001411525 এবং LHSGI00001411526	আর এস প্লট নং 257 এবং 260, এল আর প্লট নং 752 এবং 753, খতিয়ান নং 787 এবং 29, জে এল নং 50, তৌজি নং 91, মৌজা বরজহরু, থানা–নকশালবাড়ি সাব ডিভিশন–শিলিগুড়ই, জেলা দার্জিলিং, হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি–734001	₹35,36,716/- মে 16, 2024	₹24,75,351/– / ₹2,47,540/–	1 জুলাই, 2024 সকাল 11:00টা থেকে দুপুর 3:00টা	10 জুলাই, 2024 দুপুর 2:00টো থেকে দুপুর 3:00টা
2.	অষ্ট কুমার মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা) বেষ্ট মণ্ডল (সহ–ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং LHSGI00001495676 এবং LHSGI00001495677	আর এস প্লট নং 1975 এর উপর বাড়ি, সংযুক্ত এল আর প্লট নং 1940, আর এস খতিয়ান নং 240, সংযুক্ত এল আর খতিয়ান নং 6273, সংযুক্ত নতুন এল আর খতিয়ান নং 6975, জে এল নং 59, তৌজি নং 7, পরগনা সুরজাপুর, মৌজা ইসলামপুর, ওয়ার্ড নং 8, পোঃ ইসলামপুর, জেলা উত্তর দিনাজপুর।	₹33,78,635/- মে 16, 2024	₹36,13,680/– / ₹3,61,370/–	1 জুলাই, 2024 সকাল 11:00টা থেকে দুপুর 3:00টা	10 জুলাই, 2024 দুপুর 2:00টো থেকে দুপুর 3:00টা
3.	সঞ্জয় বর্মন (ঋণগ্রহীতা) অর্চনা রায় (সহ–ঋণগ্রহীতা) LHSGI00001472433 এবং LHSGI00001472514 এবং LHSGI00001481218	প্লট নং 27, সংযুক্ত এল আর প্লট নং 112, আর এস খতিয়ান নং 1649 থেকে আর এস খতিয়ান নং 421/14, সংযুক্ত এল আর খতিয়ান নং 859, জে এল নং 05, মৌজা পাটকাটা, পোঃ কোতোয়ালি, পাটকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ।	₹14,94,736/- মে 16, 2024	₹21,07,260/– / ₹2,10,730/–	1 জুলাই, 2024 সকাল 11:00টা থেকে দুপুর 3:00টা	10 জুলাই, 2024 দুপুর 2:00টো থেকে দুপুর 3:00টা
4.	বাপি সরদার (ঋণগ্রহীতা) মীনা সরদার (সহ–ঋণগ্রহীতা) NHHOW00001276511	ইউনাইটেড অ্যাপার্টমেন্টের ফ্লোর নং 4, ফ্ল্যাট নং বি, দাগ নং 141, মৌজা–খোদারবাজার, জে এল নং 40, আর এস খতিয়ান নং 332, এল আর খতিয়ান নং 706, 987, 118, 1239, কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা–বারুইপুর, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা, বারুইপুর।	₹22,91,768/- মে 16, 2024	₹21,76,200/– / ₹2,17,620/–	1 জুলাই, 2024 সকাল 11:00টা থেকে দুপুর 3:00টা	10 জুলাই, 2024 দুপুর 2:00টো থেকে দুপুর 3:00টা

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি গ্লোব টেক **(ইউআরএল লিঙ্ক: https://BestAuctionDeal.com)** এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/ বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে 9 জুলাই, 2024 তারিখে বিকেল 5:00টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে।

সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবলের কলাম নং 'E' দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) আরটিজিএস/ ডিমান্ড ড্রাফ্ট (ডিডি) রূপে **আইসিআইসিআই হোম ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড, ফ্লোর নং 2, মার্চেন্ট স্কোয়ার, সরস্বতী রাইস মিল কম্পাউন্ড, পায়েল সিনেমা হলের বিপরীতে, সেবক রোড, সেকেন্ড মাইল শিলিগুড়ি–734001** ঠিকানাস্থিত অফিসে **9 জুলাই 2024 তারিখে বিকেল 4:00টার** মধ্যে জমা দিতে হবে। অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ **9 জুলাই 2024 তারিখে বিকেল 5:00টার মধ্যে আইসিআইসিআই হোম ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড, ফ্লোর নং 2, মার্চেন্ট স্কোয়ার, সরস্বতী রাইস মিল কম্পাউন্ড, পায়েল সিনেমা হলের বিপরীতে, সেবক রোড, সেকেন্ড মাইল শিলিগুড়ি–734001** ঠিকানায় জমা দেওয়া যাবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে **'আইসিআইসিআই হোম ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড– অকশন'** এর অনুকূলে কাটা ও শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, জেলা দক্ষিণ 24 Pgs.–তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে।

সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহ করে **আইসিআইসিআই হোম ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড এর সঙ্গে 9920807300 নম্বরে অথবা আমাদের সেলস এবং মার্কেটিং পার্টনাল নেক্সজেন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।**

কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহ করে এই ওয়েবসাইট দেখুন: **www.icicihfc.com**।

তারিখ: 2 জুন, 2024
স্থান: শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা

অনুমোদিত আধিকারিক
আইসিআইসিআই হোম ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড